Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহা নাজনীন ইকরা

রোলঃ ২১৫০০০৩৯

৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহা নাজনীন ইকরা

রোলঃ ২১৫০০০৩৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহা নাজনীন ইকরা, আইডিঃ ২১৫০০০৩৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলাম প্রচারে নবী ও সাহাবীদের দাওয়াতি মিশন" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Farha

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

ফারহা নাজনীন ইকরা

আইডিঃ ২১৫০০০৩৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব	৬
ইসলাম প্রচারের ফজিলত	৭
ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি	১১
দাওয়াত না দেওয়ার পরিণতি	১২
রাসুল (সা.)-এর দাওয়াতি মিশন (ক) ইসলামী দাওয়াতের প্রস্তুতি ও দাওয়াতের সূচনা, (খ) গোপনে ইসলামের দাওয়াত, (গ) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত।	১২
সাহাবাদের দাওয়াতের পদ্ধতি	২৫
দ্বায়ীর গুণাবলী	২৬
দ্বায়ীর যা জানা প্রয়োজন	২৭
শেষকথা	২৯

ভূমিকা

আরবি দাওয়াত শব্দের অর্থ ডাকা এবং তাবলিগ শব্দের অর্থ পৌঁছে দেওয়া। ইসলামের সুমহান বাণীর প্রচার ও প্রসারের পদ্ধতিকেই দাওয়াত ও তাবলিগ বলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। মুসলমানদের একটি দলকে অবশ্যই এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। মূলত তারাই সফল।' (সুরা আলে ইমরান: ১০৪)

দাওয়াত দ্বীন ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। মানবজীবনে ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করে দাওয়াতি কাজের ওপর। আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদের সকলেরই দায়িত্ব ছিল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সাধন ও সফলতার বন্ধ তালা একমাত্র দাওয়াতে দ্বীন খুলে দিতে পারে। মানবতার বিবেক ও মানব উন্নয়ন ও বিকাশের দরজার তালা দাওয়াতি কাজই কেবল খুলে দিতে পারে। দাওয়াতি কাজ মানে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজ। দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মুসলিম জাতির বিস্তৃতি লাভ করে।

বর্তমান সময়ে ইসলামের দাওয়াত অন্যের নিকট পৌঁছাবার গুরুত্ব মোটেও গৌণ করে দেখার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের প্রথম প্রকাশ ঘটে দাওয়াতের মাধ্যমে। দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতি ও বিকাশ সাধিত হয়। নির্মিত হয় ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমাদের আদী পিতা হযত আদম আ. এর মাধ্যমে ইসলামের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছিল এর রশ্মি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ, তাঁর প্রিয় নবী-রাসূলদের অক্লান্ত ত্যাগ, কুরবানী, পরিশ্রম ও ব্যাপক দাওয়াতি কাজ। উম্মাহর উত্থানে দ্বীনি দাওয়াতি কাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে উম্মাহর পতনের কারণও হল দাওয়াতি কাজের দুর্বলতা। সমাজের জাহেলিয়াত কুসংস্কার ও সকল অশ্লীলতার তালা দাওয়াতই খুলে

দিতে পারে। দাওয়াত ব্যক্তি ও সমাজকে জাগিয়ে তুলে। দাওয়াত জাতির বুকে স্বপ্ন জাগায়। আশার আলো দেখায়। জাহেলিয়াতের আঁধার কাটে। সত্যের সোনালী সূর্যোদয় দান করে দাওয়াতের মাধ্যমে।

ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব

মানুষকে আলোর পথ দেখাতেই শেষ নবী হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর প্রধান দায়িত্বই ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং সমাজে ইসলামের মহান বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমার পালনকর্তার পথে মানুষকে ডাকো।' (সুরা কাসাস: ৮৭)

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 'হে নবী, বলো, এটিই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর পথে সুস্পষ্ট দলিল দিয়ে ডাকি।...' (ইউসুফ: ১০৮) অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর পথে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।' (আহজাব: ৪৪-৪৫)

দাওয়াতের কাজে অবহেলা না করার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে রাসুল, তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহলে তুমি বার্তা পৌঁছে দিলে না।' (সুরা মায়েদা: ৬৭)

মহান আল্লাহর দেওয়া এই দায়িত্ব মহানবী (সা.) অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন এবং মৃত্যুর আগে সাহাবায়ে কেরামকে ইসলামের প্রচার-প্রসার করার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও।...' (বুখারি)

ইসলাম প্রচারের ফজিলত

ইসলামের প্রচার-প্রসার করাই মুসলমানদের সেরা বৈশিষ্ট্য। মহানবী (সা.)-এর পর যেহেতু আর কোনো নবী আসবেন না, তাই এ দায়িত্ব তাঁর অনুসারীদের কাঁধেই অর্পিত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَسْتَوِى وَلاَ الْمُسْلِمِيْنَ، مِنَ إِنَّنِيْ وَّقَالَ صَالِحًا وَعَمِلَ اللهِ إِلَى دَعَا مِمَّنْ قَوْلاً أَحْسَنُ وَمَنْ حَمِيْمٌ وَلِيٌّ كَأَنَّهُ عَدَاوَةٌ وَبَيْنَهُ بَيْنَكَ الَّذِيْ فَإِذَا أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِى ادْفَعْ السَّيِّئَةُ وَلاَ الْحَسَنَةُ

‘ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ’তে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে।’ (হা-মীম সিজদা ৩৩-৩৪)

এই আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দাওয়াত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার বিনিময়ে মানুষ সবচেয়ে উত্তম হ’তে পারে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বভাব ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

الْمَيْمَنَةِ أَصْحَابُ أُولَئِكَ -بِالْمَرْحَمَةِ وَتَوَاصَوا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا آمَنُوا الَّذِيْنَ مِنَ كَانَ ثُمَّ.

‘অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়া করার উপদেশ দেয়। তারাই হল ডানপন্থি, তারাই সফল।’ (বালাদ ১৭) অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শেখে, যা মানব সমাজে নিতান্ত প্রয়োজন।

আল্লাহ বলেন,

بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِيْنَ إِلاَّ خُسرٍ، لَفِي الْإِنْسَانَ إِنَّ وَالْعَصْرِ، بِالصَّبْرِ وَتَوَصَوْا

‘কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়’ (সূরা আছর)। এ সূরাটি মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা‘আলা এখানে হক্ব এর দাওয়াত দিতে বলেছেন। আর হক্ব এর দাওয়াত দিতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হ’লে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন এবং পরস্পরকে হক্বের উপদেশ দানকারী ক্ষতিগ্রস্ত নয় বলেছেন।

خَيْرٍ عَلَى دَلَّ مَنْ :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ الْأَنْصَارِيِّ مَسْعُوْدٍ أَبِيْ عَنْ فَاعِلِهِ أَجْرِ مِثْلُ فَلَهُ

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকী পাবে, যে ঐ পথে চলবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/১৯৯ ‘ইলম’ অধ্যায়)।

حَسَنَةً سُنَّةً الإِسْلاَمِ فِي سَنَّ مَنْ ... وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُوْلُ قَالَ قَالَ جَابِرٍ عَنْ فِيْ سَنَّ وَمَنْ شَيْئٌ أُجُورِهِمْ مِنْ يُنْقَصَ أَنْ غَيْرِ مِنْ بِهَا عَمِلَ مَنْ وَأَجْرُ أَجْرُهَا فَلَهُ يُنْقَصَ أَنْ غَيْرِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بِهَا عَمِلَ مَنْ وِزْرُ وَ وِزْرُهَا عَلَيْهِ كَانَ سَيِّئَةً سُنَّةً الإِسْلاَمِ شَيْئٌ أَوْزَارِهِمْ مِنْ.

জারীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (দাওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামের একটি (মৃত) সুন্নাত চালু করবে সে তার নেকী পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকী পাবে তাদের সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো নেকী কমকরা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ আমল চালূ করবে সে জন্য তার পাপ রয়েছে। আর ঐ মন্দ আমল করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না’ (মুসলিম, মিশকাত হা/২১০; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২০০‘ইলম’ অধ্যায়)।

إِمْرَأً اللهُ نَضَّرَ يَقُوْلُ وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُوْلَ سَمِعْتُ قَالَ مَسْعُوْدٍ أَبِيْ عَنْ سَامِعٍ مِنْ لَهُ أَوْعَى مُبَلِّغٍ فَرُبَّ سَمِعَهُ كَمَا فَبَلَّغَهُ شَيْئًا مِنَّا سَمِعَ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তির মুখমন্ডল উজ্জল করুক যে ব্যক্তি আমার কোন হাদীছ শুনে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবে অপরের নিকট পৌঁছে দেয়। কেননা অনেক সময় যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হয়’ (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩০; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২১৬ ‘ইলম’ অধ্যায়)। এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াত দানকারীর কল্যাণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন।

بَنِيْ فِيْ كَانَا رَجُلَيْنِ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْلُ سُئِلَ قَالَ مُرْسَلاً الْحَسَنِ عَنِ يَصُوْمُ وَالْآخَرُ الْخَيْرَ النَّاسُ فَيُعَلِّمُ يَجْلِسُ ثُمَّ الْمَكْتُوْبَةَ يُصَلِّي عَالِمًا كَانَ أَحَدُهُمَا إِسْرَئِيْلَ الْعَالِمِ هذَا فَضْلُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْلُ قَالَ أَفْضَلُ أَيُّهُمَا اللَّيْلَ وَيَقُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ النَّهَارَ يَصُوْمُ الَّذِي الْعَابِدِ عَلَى الْخَيْرَ النَّاسَ فَيُعَلِّمُ يَجْلِسُ ثُمَّ الْمَكْتُوبَةَ يُصَلِّى الَّذِيْ أَدْنَاكُمْ عَلَى كَفَضْلِيْ اللَّيْلَ

হাসান বাছারী (রাঃ) হ’তে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বনী ইসলাঈলের দু’জন লোক সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি কেবল ফরয ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। অপরজন ছিলেন আবেদ। যিনি দিনে ছিয়াম পালন করতেন এবং রাতে ছালাত আদায় করতেন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, আলেম, যে শুধুমাত্র ফরয ছালাত আদায় করে এবং লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয় সে উত্তম ঐ আবেদের চেয়ে, যে দিনভর ছিয়াম পালন করে এবং রাতভর ছালাত আদায় করে। উভয়ের মধ্যে মর্যাদার তফাত এরূপ যেমন আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে’ (দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫০; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২৩৩ ‘ইলম’ অধ্যায়)।

مِنْ الْمُؤْمِنَ يَلْحَقُ مِمَّا إِنَّ وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُوْلُ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِيْ عَنْ وَّرَثَهُ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَهُ صَالِحًا وَوَلَدًا نَشَرَهُ وَ عَلَّمَهُ عِلْمًا مَوْتِهِ بَعْدَ حَسَنَاتِهِ وَ عَمَلِهِ مَالِهِ مِنْ أَخْرَجَهَا صَدَقَةً أَوْ أَجْرَاهُ نَهَرًا أَوْ بَنَاهُ السَّبِيْلِ لِإِبْنِ بَيْتًا أَوْ بَنَاهُ مَسْجِدًا أَوْ مَوْتِهِ بَعْدِ مِنْ تَلْحَقُهُ وَحَيَاتِهِ صِحَّتِهِ فِي

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পর যে সব নেক আমলের নেকী মুমিনের নিকট পৌঁছবে তা হচ্ছে,

(১) ইলম, যা শিক্ষা করেছে এবং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করেছে

(২) নেক সন্তান, যাকে পৃথিবীতে রেখে গেছে

(৩) কুরআন, যা ওয়াকফ করে রেখে গেছে।

(৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে

(৫) সরাইখানা, যা সে পথিকের জন্য নির্মাণ করে গেছে

(৬) খাল, যা সে খনন করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাবস্থায় দান করে গেছে' (ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫৪; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২৩৭ 'ইলম' অধ্যায়)

وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ تَعَلَّمَ مَنْ خَيْرُكُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْلُ قَالَ قَالَ عُثْمَانَ عن

ওসমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'। অর্থাৎ প্রচারের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষা দেয় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)।

الصُّفَّةِ فِي نَحْنُ وَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْلُ خَرَجَ قَالَ عَامِرٍ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ
فِيْ كَوْمَاوَيْنِ بِنَقَتَيْنِ فَيَأْتِيْ الْعَقِيْقِ أَوْ بُطْحَانَ إِلَى يَوْمٍ كُلَّ يَّغْدُوَ أَنْ يُحِبُّ أَيُّكُمْ فَقَالَ
إِلَى أَحَدُكُمْ يَغْدُو أَفَلاَ فَقَالَ ذَلِكَ يُحِبُّ كُلُّنَا اللهِ رَسُوْلَ يَا فَقُلْنَا رَحِمٍ قَطْعِ وَلاَ إِثْمٍ غَيْرِ
خَيْرٌلَّهُ وَثَلاَثٌ نَاقَتَيْنِ أَوْ نَّاقَةٍ مِنْ لَّهُ خَيْرٌ اللهِ كِتَابِ مِنْ آيَتَيْنِ يَقْرَأُ أَوْ فَيُعَلِّمُ الْمَسْجِدِ
الْإِبِلِ مِنَ أَعْدَادِهِنَّ وَّمِنْ أَرْبَعٍ مِنْ لَّهُ خَيْرٌ وأَرْبَعٌ ثَلاَثٍ مَنْ

ওক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা বাড়ী থেকে বের হলেন, তখন আমরা আহলেছুফফার সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমাদে মধ্যে কে এমন আছে যে বুত্বহান অথবা আক্বীক্ব নামক স্থানে যাবে এবং দু'টি মোটা তাজা উটনী নিয়ে আসবে। যা চুরিও নয়, ছিনিয়েও নেয়া নয়। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা সবাই যেতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি সকালে মসজিদে যাবে এবং দু'টি আয়াত শিখিয়ে দিবে অথবা (মানুষের সামনে) পরিবেশন করবে। এই আয়াত দু'টি উটের চেয়ে উত্তম, তিনটি আয়াত তিনটি উটের চেয়ে উত্তম, চারটি আয়াত

চারটি উটের চেয়ে উত্তম। এভাবে যত আয়াত পরিবেশন করবে তত উটের চেয়ে উত্তম হবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০)।

মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া পরকালে সফল হওয়ার পথ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এরপর (আল্লাহর সন্তুষ্টি তারাও লাভ করবে) যারা ইমান আনে, পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়ার উপদেশ দেয়— তারাই ডানপন্থী, তারাই সফল।' (সুরা বালাদ: ১৭)।

যারা ইসলামের প্রসার-প্রচারে কাজ করবে, তাদের দাওয়াতে যারা ইসলামের পথে আসবে এবং আমল করবে, সব আমলের সওয়াবের সমপরিমাণ আল্লাহ তাআলা সেই প্রচারককেও দান করবেন। হাদিসে মহানবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে ডাকবে, তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ নেকি থাকবে। তবে তাদের নেকি থেকে বিন্দু পরিমাণও কমানো হবে না। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার পথে ডাকবে, তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ পাপ থাকবে। তবে তাদের পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণও কমানো হবে না।' (মুসলিম)

ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি

মানুষকে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতি মহানবী (সা.) নবুওয়াতের ২৩ বছরে হাতে-কলমে শিখিয়ে গেছেন। কোরআন-হাদিসের অসংখ্য বাণী থেকে আমরা দাওয়াতের পথ-পদ্ধতি ও শিষ্টাচারের কথা জানতে পারি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে ডাকো এবং তাদের সঙ্গে সুন্দর পন্থায় বিতর্ক করো।' (সুরা নাহল: ১২৫) আয়াত থেকে দাওয়াতের তিনটি নিয়মের কথা জানা যায়। প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ ও উত্তম বিতর্ক।

প্রথমে মানুষকে ইমানের দাওয়াত দিতে হবে। তারপর অন্যান্য ফরজ বিধানের কথা তুলে ধরতে হবে। মহানবী (সা.) হজরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের শাসক হিসেবে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, 'সেখানকার অধিবাসীদের এ সাক্ষ্যদানের

প্রতি আহ্বান জানাবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তাদের জানাবে যে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয়, তবে তাদের জানাবে যে আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পদে জাকাত ফরজ করেছেন; যা তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

দাওয়াত না দেওয়ার পরিণতি

ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজ করা সবার জন্য জরুরি। ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার এই মহান কাজ বন্ধ হয়ে গেলে পৃথিবীতে অন্যায়-অনাচার ছেয়ে যাবে। তাই মহানবী (সা.) বলেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে। অন্যথায় শিগগিরই আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর আজাব পাঠাবেন। এরপর তোমরা (মুক্তির জন্য) তাঁর কাছে দোয়া করবে, তবে তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।' (তিরমিজি)

তাই সবার উচিত, ইসলাম প্রচারের কাজে বেশি বেশি আত্মনিয়োগ করা এবং আখিরাতের সাফল্য লাভের পথে এগিয়ে চলা। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন।

রাসুল (সা.)-এর দাওয়াতি মিশন

রাসূল (সা.) এর দাওয়াতী কাজকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। (ক) ইসলামী দাওয়াতের প্রস্তুতি ও দাওয়াতের সূচনা, (খ) গোপনে ইসলামের দাওয়াত, (গ) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(ক) ইসলামী দাওয়াতের প্রস্তুতি ও দাওয়াতের সূচনা:

নৈতিকতার প্রশিক্ষণ ও চারিত্র গঠন: আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন প্রথম থেকেই রাসূল (সা.) কে দা'ওয়াতের উপযোগী করে গড়ে তুলতে উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে বলেন,

أَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ

"আল্লাহ আমাকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন।" (সা'বিল আদ-দা'ওয়াহ) আল-কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী বোঝা যায়, তিনি চরিত্রের সর্বোত্তম স্থানে পৌঁছেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আপনি সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী।"(সূরা আল-কলম-৪) এভাবে আল্লাহ তাঁকে দৈহিক, মানুসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করেন। নবুওয়াতের পূর্বে মক্কার কোন অশ্লীল কাজে তিনি কোনদিন অংশগ্রহণ করেননি।

জ্ঞান অন্বেষণের নির্দেশ :

ওহী নাযিলের পূর্বে তিনি আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও আনুগত্য করার জন্য কঠোর চেষ্টা করতেন। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। তিনি যখন মায়া-মমতা, ভালবাসা, বীরত্ব, ধৈর্য, কষ্ট ও পরিশ্রমসহ সকল গুণের অধিকারী হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তাঁর নিকট প্রথম ওহী নাযিল করে বললেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আলাক-১-২) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) কে পড়া ও জ্ঞান শিক্ষার প্রতি আহবান করেছেন। এ ওহীর কারণে তাঁর মনের জড়তা দূর হয় এবং এর মাধ্যমে তিনি মানসিক শক্তি অর্জন করেন।

রাত্রি জাগরণের নির্দেশ :

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) কে দা'ওয়াতী কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে রাত্রি জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

"হে চাদর আবৃত! রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি এক অতিভারী বাণী নাযিল করছি।"

(সূরা মুজ্জাম্মিল- ১-৫)

এ আয়াতে রাতের কিছু অংশে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে ও কুরআন অধ্যয়ন করতে বলা হয়েছে। এটা এ জন্য যে, আপনাকে দা'ওয়াতের যে বিরাট কাজে নিয়োগ করা হয়েছে তার জন্য আল্লাহর সহযোগিতা কামনা করুন। আর এ রাত্রি জাগরণের ফলে আত্মা হবে পবিত্র, শক্তিশালী এবং আপনার শরীর হয়ে উঠবে পরিশ্রম উপযোগী। আর আপনি আল্লাহর নিকট থেকে সব ধরণের পুরস্কার লাভ করতে পারবেন। (রসূল (সা.) এর দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম)

ইসলামী দাওয়াতের সূচনা :

রাসূল (সা.) পূর্ণ এক বছর রাতের পুরো অংশ অথবা আংশিক ইবাদাতে কাটাতে লাগলেন। এমনি এক সময়ে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.) এর উপর ওহী অবতীর্ণ করে বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (১) قُمْ فَأَنْذِرْ (২) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (৩) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (৪) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (৫) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (৬) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (৭) "হে বস্ত্রাবৃত! উঠ, অতঃপর সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পোশাকপরিচ্ছদ পবিত্র কর। আর অপবিত্রতা বর্জন কর। আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না। আর তোমার রবের জন্যই ধৈর্যধারণ কর।" (সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির-১-৭)

উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে রাসূল (সা.) কে দাওয়াতী কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং সাথে সাথে ইসলামী সমাজ বিনির্মানের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করার কথাও বলে দেওয়া হলো। তাহলো (ক) মন ও হৃদয়কে পবিত্র করা, (খ) অপবিত্রতা বর্জন করা, (গ) প্রতিদান পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু দান না করা, (ঙ) সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা, (চ) দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে আল্লাহ

ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য না চাওয়া এবং এ কাজে সর্বোত্তম ধৈর্যের নীতি অবলম্বন করা। রাসূল (সা.) এই দাওয়াতী মিশন থেকে মুসলিম উম্মাহ ও দায়ী ইলাল্লাহদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে, পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন উপরোক্ত পদ্ধতিতে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করে যেতে হবে।

(খ) ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়:

গোপনে ইসলামের দাওয়াত :

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে রাসূল (সা.) ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন। তিনি সর্ব প্রথম সবচেয়ে নিকট আত্মীয়দের কাছে দাওয়াত দেওয়ার টার্গেট নির্ধারণ করলেন। সে মোতাবেক প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.) কে দাওয়াত দেন, তিনি এ দাওয়াত কবুল করে সর্ব প্রথম মুসলমান হলেন।

এরপর রাসূল (সা.) তাঁর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে আলী (রা.) ও স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেছাকে দাওয়াত দেন। তখন আলীর বয়স ছিল দশ ও যায়েদের বয়স ছিল পনের বছর। এভাবে রাসূল (সা.) প্রথমে পরিবারের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেন।

এরপর রাসূল (সা.) সিদ্ধান্ত নিলেন, জাহেলী সমাজে যারা চরিত্রবান এবং তাঁর সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু তাঁকে দাওয়াত দিবেন। আবু বকর (রা.) ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তিনি তাঁকে দাওয়াত দিলেন। আবু বকর (রা.) দাওয়াত কবুল করলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি সত্যবাদী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।'

আবু বকর (রা.) ইসলাম কবুল করার পর বললেন, আমার কাছে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান আছে যে ইসলামের এই দাওয়াত গ্রহণ করবে। রাসূল (সা.) বললেন, আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। আবু বকর (রা.) আরকাম ইবনে আরকামের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাকে বলা হলো, "হে আরকাম ইবনে আরকাম বল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" আরকাম ইবনে আরকাম জবাবে বললেন,

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهَ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ صَدَّقْتَ يا مُحَمَّدْ بْنِ عَبْدُ أللهِ

“হে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সা.) আপনি সত্য বলেছেন। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।”

নবী করীম (সা.) বলেন, “আবু বকর ছিলেন তৎকালীন সমাজে একজন গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।” ঈমান আনার পর তিনি সমাজের এমন কিছু ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াতের জন্য বেছে নেন যাদের উপর তার দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। যখন তিনি তাদেরকে দাওয়াত দেন তারা সকলে সে দাওয়াত গ্রহণ করেন। (রসূল (সা.) এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম)

রাসূল (সা.) তিন বছর গোপনে দাওয়াতী কাজ করলেন। এভাবে গোপন দাওয়াতে যারা ইসলাম কবুল করেন তাদের সংখ্যা ছিল ৬০ জন। যার মধ্যে ১২জন মহিলা এবং ১৪ জন গোলাম ছিল। (তারিখ আদ-দা‘ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ)

(গ) ইসলামী দাওয়াতের তৃতীয় পর্যায়:

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত :

গোপনে ৩ বছর দাওয়াতে সর্বমোট ৬০জন ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে রাসূল (সা.) দিপ্ত কদমে দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আল্লাহ তা‘আলা প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

“সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের পরোয়া করো না।” (সূরা আল-হিজর-৯৪)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

“আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। আর মু’মিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত কর। তারপর যদি তারা

তোমার অবাধ্য হয়, তাহলে বল, তোমরা যা কর, নিশ্চয় আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।" (সূরা আশ-শূ'আরা- ২১৪-২১৬)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে তাঁর দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, এ সময় রাসূল (সা.) আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ভয় প্রদর্শনের জন্য। অতঃপর আমি তা থেকে চুপ থাকি। তারপর জিবরাঈল আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! তোমাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তা পালন না কর তাহলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। (দালায়েল ওয়ান-নবুওয়াহ)

আল-কুরআনেও এভাবে কঠিনভাষায় রাসূল (সা.) কে দাওয়াতী কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

"আর যদি তাদের উপেক্ষা তোমার উপর কঠিন মনে হয়, তাহলে যদি তুমি পার যমীনে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আসমানে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে, অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসতে (তবে কর)। যদি আল্লাহ চাইতেন তিনি অবশ্যই তাদেরকে হিদায়াতের উপর একত্র করতেন। সুতরাং তুমি কখনো মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আল-আনআম-৩৫) রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে দাওয়াতী কাজে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অপলম্বন করেন।

ভোজ সভার আয়োজন করে দাওয়াতী কাজ :

ইসলামের দা'ওয়াত প্রদানের জন্য রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.) কে ভোজ সভার আয়োজন করতে বললেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর কথা মত ভোজের আয়োজন করলাম এবং সকলকে একত্রিত করলাম। তারা ছিল মোট ৪০ জন। তাদের মধ্যে রাসূল (সা.) এর চাচা আবু তালিব, হামযা, আব্বাস, আবু লাহাব, ও অন্যান্যরা ছিলেন। হযরত আলী (রা.) খাবার পরিবেশন করলেন। তারপর রাসূল (সা.) বললেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর, আমি আপনাদের জন্য ইহকাল ও

পরকালের এমন কল্যাণ নিয়ে আগমন করেছি, যা আরবের কোন ব্যক্তি তার স্বজাতির জন্য কোনদিন আনয়ন করেনি। আমি আপনাদেরকে সে কল্যাণের দিকে আহবান জানাচ্ছি। সত্যের এ আহবানে কে সাথী হবেন আসুন। পথ প্রদর্শক তার সঙ্গীদের সাথে কখনো মিথ্যা বলে না। আল্লাহর শপথ, যদি সকল লোক মিথ্যা কথা বলে আমি আপনাদের নিকট মিথ্যা বলব না। যদি সকল লোক ধোঁকা দেয় আমি আপনাদের ধোঁকা দিব না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি বিশেষভাবে আপনাদের ও সকল মানুষের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসেবে মনোনীত। আল্লাহর শপথ যেভাবে তোমরা নিদ্রা যাও সেভাবে মৃত্যুবরণ করবে। যেভাবে তোমরা নিদ্রা থেকে উঠ সেভাবে কবর থেকে জাগ্রত হবে। তোমরা যে কাজই করো না কেন আল্লাহর কাছে তার হিসাব দিতে হবে। ভাল কাজের জন্য ভাল পুরস্কার মন্দ কাজের জন্য মন্দ পুরস্কার পাবে। মনে রেখ, বেহেশত চিরস্থায়ী দোযখও চিরস্থায়ী। আল্লাহর শপথ, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আমি তোমাদের নিকট যে উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছি, আমার জানা মতে জাতির মধ্যে কোন যুবক তা নিয়ে আসেনি। আমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। তাঁর কথা শুনে সকলে একটু নরম সুরে কথা বললো। কিন্তু আবু লাহাব বললো, চলো সে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। (আদ-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ফি আহদে আল-মক্কী)

সাফা পাহাড়ে একত্রিত করে দাওয়াত প্রদান:

একদিন রাসূল (সা.) সকাল বেলা সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাড়িয়ে উচ্চস্বরে বললেন,

يَا صَبَاحَاهْ

'হে প্রভাত কালের বিপদ!' এ কথা বলে তিনি মক্কার প্রতিটি গোত্রের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। রাসূল (সা.) এর আওয়াজ শুনে সকল বংশের লোকেরা ঘর থেকে বের হয়ে আসল। যে নিজে আসতে পারে নাই সে খবরের জন্য অন্যকে পাঠালো। সকলে উপস্থিত হলে রাসূল (সা.) বললেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

“আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট শত্রুবাহিনী রয়েছে তারা তোমাদের উপর এখনই আক্রমন করবে। তাহলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে জবাব দিল, আমাদের জানা মতে তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলনি। তখন রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর আযাব আসার পূর্বে আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি. তোমরা সে আযাব থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।” (সহীহ আল-বুখারী)

এ কথা শুনে রাসূল (সা.) এর চাচা আবু লাহাব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো,

تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا

“তোমার সর্বনাশ হোক, এ জন্যই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ?” এর পরই আল্লাহ তা‘আলা সূরা লাহাব অবতীর্ণ করে বলেন,

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ

“ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু’হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না। অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে। আর তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহনকারী।” (সূরা লাহাব, আয়াত- ১-৪) আবু লাহাব শেষ পর্যন্ত মারাত্মক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। (ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী)

চাচা আবু তালিবকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান :

রাসূল (সা.) এর পর চাচা আবু তালিবকে ইসলামের দা‘ওয়াত দেন। আবু তালিব যখন রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কি দ্বীন পালন করছ? রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, চাচা এটা আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতার, তাঁর রাসূল ও ইবরাহীমের দ্বীন। আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। হে চাচা, আপনি আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। সুতরাং আমি মনে করি, এ দ্বীন প্রথমে আপনাকে গ্রহণ করা উচিত। তখন আবু তালিব বললেন, হে ভাতিজা আমি কখনো বাপ-দাদাদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না। তবে তোমাকে কেউ কষ্ট দিবে সেটা সহ্য করব না। (ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া) এভাবে রাসূল (সা.) শত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীনের

দা‘ওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি রাত-দিন গোপনে-প্রকাশ্যে ইসলামী দা‘ওয়াতের কাজে লিপ্ত থাকতেন।

(ঘ) মক্কার পাশ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের দাওয়াত:

হজ্জের মৌসুমে ইসলামের দাওয়াত :

মক্কার কা’বা ঘর বিশ্বের মানুষের কাছে যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত সম্মানিত হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এর অনুসারী হিসেবে পৃথিবীর সকল এলাকা থেকে মক্কার এ ঘর তাওয়াফ করতে আসত। ইসলামের আগমনের পূর্বেও এ ঘর ছিল ধর্মীয় ও সাহিত্য উৎসবের কেন্দ্রবৃন্দ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগেও মক্কার উকায, মাজনা, জিমেযায উৎসবে যে কবিতার আসর বসতো সেখানে রাসূল (সা.) ইসলামের দা‘ওয়াত দিতেন। তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদেরকে আহবান করে বলতেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا

“হে মানুষ সকল বলো, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।” (মুসনাদ আহমদ ইব্ন হাম্বল)

রাসূল (সা.) যখন বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বলতেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ইবাদাত করতে বলেছেন এবং তাঁর সাথে কারো শরীক করতে নিষেধ করেছেন। তখন আবু লাহাব এসে বলতো, হে মানুষ এ ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমত ত্যাগ করতে বলছে। (রসূল (সা.) এর দা‘ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম)

রাসূল (সা.) মিনা, আকাবাসহ মক্কার সকল স্থানে সমাগত লোকদের মাঝে গমন করে ইসলামের দা‘ওয়াত প্রদান করেন। হজ্জের মওসুমে রাসূল (সা.) এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রা.) উপস্থিত থাকতেন। তারা রাসূল (সা.) এর দা‘ওয়াতের সময় বিভিন্ন বংশের লোকদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এ সময় মক্কার যুবকগণ সমাগত গোত্রের লোকদের নিকট গিয়ে

বলতো, তোমরা এ লোকের কোন কথা গ্রহণ করবে না। সে আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করছে। সে আসলে একজন গণক। তার কাজ আমাদের মধ্যে পিতা-পুত্রে বিরোধ ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা। (ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া)

তায়েফে ইসলামের দা'ওয়াত :

মক্কায় দা'ওয়াতী কাজে আশানুরূপ ফল না পেয়ে রাসূল (সা.) তায়েফ গমন করেন। সেখানে তিনি বনু সাকীফ গোত্রের নেতৃস্থানীয় তিন ভাইকে দা'ওয়াত দেন। তারা হলো, আব্দে ইয়ালীন, মাদউদ এবং হাবীব। তারা রাসূল (সা.) এর দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো এবং তায়েফের যুবক, গোলাম ও দুষ্ট লোকদেরকে মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলো। তারা নানা ভাষায় গালা-গালি করতে করতে তাঁর পিছু পিছু ছুটলো। রাস্তার দু'পাশ থেকে পাথর নিয়ে মারতে মারতে ক্ষত-বিক্ষত করলো। রাসূল (সা.) এর পবিত্র চরণযুগল থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। তিনি বসে পড়লে তাঁর দু'বাহু ধরে আবার উঠিয়ে দেয়া হত। শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা.) তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে পথের পাশে একটি খেজুর বাগানে আশ্রয় নেন। যে বাগানের মালিক ছিল উতবা ও সাইবা। তারা উভয়ে তখন বাগানে অবস্থান করছিল। রাসূল (সা.) এর এ অবস্থা দেখে তাদের ক্রীতদাস আদ্দাসকে ডেকে কিছু আঙ্গুর নিয়ে রাসূল (সা.) এর কাছে পাঠালেন। তিনি আঙ্গুর হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে খেতে শুরু করেন। (ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া) আদ্দাস আশ্চার্য হয়ে বললো, খাওয়ার সময় এ দেশের মানুষ তো এ ধরণের বাক্য পড়ে না। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি কোন দেশের লোক? তোমার দ্বীন কি? আদ্দাস বললো, আমি খৃষ্টান, নিনুনী দেশে আমার বাড়ী। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি ইউনূচ পয়গম্বর এর দেশের মানুষ। আদ্দাস বললো, আপনি কিভাবে জানেন? রাসূল (সা.) বললেন, তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী। আমরা ভাই ভাই। এ কথা শুনে আদ্দাস রাসূল (সা.) এর হস্তদয় চুম্বুন করতে লাগলেন এবং তিনি ইসলাম কবুল করলেন। (ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া) রাসূল (সা.) এর এ অবস্থা দেখে দু'জন ফিরিশ্তা এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আপনার অনুমতি পেলে তায়েফের বড় দু'টি পাহাড় চাপা দিয়ে এদেরকে ধ্বংস করে দিবো। কিন্তু রাসূল (সা.) বললেন, না তারা বেঁচে

থাকুক। হয়ত এমন এক সময় আসবে তাদেরই বংশ থেকে আল্লাহ এমন সন্তান জন্ম দিবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

(ঙ) বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত:

হাবশায় হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত :

হযরত জাফর ইব্ন আবি তালিবের নেতৃত্বে হাবশায় হিজরতের ফলে ইসলামের সুমহান বাণী মক্কার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। হাবশা হিজরতের ফলে নাজ্জাশী হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিবের মুখে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং তিনি রাসূল (সা.) এর সাহাবীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতার ঘোষণা দেন এবং দা'ওয়াতী কাজে সহযোগিতা করেন। বাদশা নাজ্জাশী আল-কুরআনের বাণী শুনে বলেন, হে মুসলামানগণ! তোমাদের প্রতি ও তোমাদের নবীর প্রতি ধন্যবাদ। মুহাম্মদ একজন সত্যবাদী নবী সে কথা আমি ইঞ্জিলে পড়েছি। আল্লাহর শপথ যদি আমার উপর রাজ্য শাসনের ভার অর্পিত না হতো তাহলে আমি শেষ নবীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর পাদুকায় মাথা রেখে জীবনকে ধন্য করতাম। নিজ হাতে পাত্র নিয়ে তাঁকে অযু করাতাম। তাঁর পদসেবায় একমাত্র মুক্তির পথ। (ড. আহমদ সালাভী, আর-রিক আল-মাওকিফুল ইসলাম ফিহি) বাদশা নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ ও মুসলমানদেরকে নিরাপদে বসবাস করার সুযোগ প্রদানের কারণে হযরত জা'ফর (রা.) হাবশাতে ইসলামী দা'ওয়াতের জন্য প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। (ড. আহম্মদ ফুয়াদ সাইয়েদ, তারিখ আদ-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিয়া আহদে রাসূল)

বাদশা নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ মদীনায় পৌঁছার পর সেখানকার আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় মক্কাতে এসে হজ্জের মৌসুমে রাসূল (সা.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। যা রাসূল (সা.) এর মদীনা হিজরতের পথ সুগম করে। হাবশায় ইসলামের আগমন ও নাজ্জাশীর ইসলাম

গ্রহণের সংবাদ দ্রুত সিরিয়াতেও পৌঁছে যায়। সেখানেও বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। (রসূল (সা.) এর দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম)

পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত :

বহিঃবিশে^ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে রাসূল (সা.) এবার পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াত দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন। সর্বপ্রথম তিনি 'বাইজাইন্টাইন সম্রাজ্যের' শাসনকর্তা হিরাক্লিয়াস এর নিকট দাহিয়া কালবী (রা.) কে দিয়ে পত্র লিখে পাঠান। পত্রের ভাষা ছিল এরূপ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ وَ }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর পক্ষ থেকে রোমের প্রধান হিরাক্লিয়াসের নিকটে হিদায়েতের অনুস্মরণকারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করে সর্ব প্রকার অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। (ঈসা (আ.) ও মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ঈমান আনার কারণে), যদি আপনি এতে সম্মত হন তাহলে আপনার প্রজাদের পাপের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন, কেননা সাধারণ জনগণ তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করে। হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্ল¬াহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্ল¬াহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।" (সহীহ আল-বুখারী)

পত্র পাওয়ার পর হিরাক্লিয়াস এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আরবের কোন লোককে দরবারে আনার জন্য বললেন। ঘটানাক্রমে এ সময় ইসলামের প্রধান শত্রু আবু সুফিয়ানকে পাওয়া গেল। তাকে সম্রাটের দরবারে ডেকে আনা হলো এবং কিছু প্রশ্ন করা হলো। সম্রাট আবুসুফিয়ানের নিকট থেকে সকল বিষয় অবগত হয়ে বললেন, হে আবু সুফিয়ান তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি সত্য সত্যই আল্লাহর নবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস আমার পদতলস্থ ভূভাগ শীঘ্রই তাঁর করতলগত হবে। একজন রাসূল আগমন করবেন এ সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম। কিন্তু তিনি যে আরবে অবির্ভূত হবেন, এ কথা আমি জানতাম না। আমার যদি সুযোগ হত তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতাম এবং তাঁর পবিত্র পদযুগল ধৌত করে নিজেকে ধন্য করতাম। (মুহাম্মদ গাজ্জালী, ফিকহুস-সীরা)

অতঃপর রাসূল (সা.) পারস্য সম্রাটের নিকট আবদুল্লাহ ইব্ন হুযায়ফার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন এবং হুযায়ফাকে বললেন, তুমি বাহরায়নের শাসনকর্তা মুনযিরের হাতে পত্রখানা দিয়ে তাকে কিসরার নিকট পৌঁছে দিতে বলবে। পারস্য সম্রাট পত্র পড়ে বললো, আমার নিকট এভাবে কে পত্র লিখেছে? শুরুতে আল্লাহর নাম, তারপর প্রেরকের নাম, তারপর সম্রাটের নাম। এ কতবড় অপমান! এ অপমান সহ্য করা যায় না। এ কথা বলে তিনি পত্রখানা ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে।

এরপর রাসূল (সা.) মিসরের রাজা মুকাওকিসের নিকট বিশিষ্ট সাহাবী হাতিব ইব্ন আবি বালতায়া এর মাধ্যমে দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পাওয়ার পর মুকাওকিস প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ না করলেও তিনি রাসূল (সা.) এর নবুওয়াত স্বীকার করে নেন এবং খুশি হয়ে মারিয়া ও সীরীন নামে দু'জন কুমারীকে হাদীয়া হিসেবে প্রেরণ করেন। এছাড়া বাদশা উপঢৌকনস্বরূপ পাঁচটি কিবতি পোশাক ও এক হাজার দীনার প্রেরণ করেন।

আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী জা'ফর ইব্ন আবি তালিবের নিকট থেকে পূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পান এবং রাসূল (সা.) এর নবুওয়াতকে মেনে নেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে

রাসূল (সা.) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমর ইব্ন উমাইয়া আদ-দারীমী (রা.) কে বাদশা নাজ্জাশীর দরবারে দূত হিসেবে পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত নামা প্রেরণ করেন। নাজ্জাশী পত্রখানা পড়ে প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেন এবং আমর ইব্ন উমাইয়ার নিকট চিঠির উত্তর দেন।

এছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) নাযরানবাসীদের নিকট, ইয়ামামার বাদশা এর নিকট, বাহরায়েনের সম্রাট এবং ওমানের সম্রাট এর নিকট দা'ওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, রাসূল (সা.) ছিলেন এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ব্যয় করেছেন ইসলামী দাওয়াতের প্রচার-প্রসার তথা ইসলামের সুমহান আদর্শ মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমরাও একজন মুসলিম ও রাসূল (সা.) এর ওয়ারিশ হিসেবে ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার জন্য রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রণীত উপরোক্ত পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করতে পারি তাহলে আমরাও দাওয়াতী কাজে ব্যাপক সফলাত পাব এবং আখেরাতেও উত্তম প্রতিদান পাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন।

সাহাবাদের দাওয়াতের পদ্ধতি

সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াতের কাজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বিশ্বময়। তাদের দাওয়াতের উসিলায় পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহাবাদের দাওয়াত ছিল একক পদ্ধতির। সেটা হলো, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দাওয়াত প্রদান করা।

সাহাবারা নিজেদের জান-মাল ও সময় ব্যয় করেদা ওয়াতের কাজ করেছেন। দাওয়াতের সঙ্গে ছিল সাহাবাদের অসম্ভব ভালোবাসা। তারা ছিলেন দ্বীনের সাহায্যকারী। ফলে আল্লাহতায়ালাও তাদের জন্য সাহায্যের দরজা উম্মুক্ত রেখেছেন।

দ্বায়ীর গুণাবলী

তাক্বওয়া-দাওয়াতের ক্ষেত্রে দ্বায়ীর সর্বপ্রধান গুনাবলী হচ্ছে তাক্বওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ

"এবং সম্বল গ্রহণ কর। নিশ্চয় উত্তম সম্বল হল তাকওয়া।" [সূরা আল-বাকারা: ১৯৭]

তাক্বওয়া হলো আল্লাহভীতি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালাকে ভয় করে উনার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার নামই তাক্বওয়া।

ধৈর্যশীলতা- দাওয়াতের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে হবে, অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে, দাওয়াত বন্ধ করা যাবে না এবং বিরক্ত হওয়া যাবে না। বরং সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক সত্যপন্থী দাওয়াতের বিরোধী দল থাকবেই। তারা নানা বাধা বিপত্তি, ঝগড়া ফ্যাসাদ ও সমস্যা সৃষ্টি করবে। কিন্তু দা'য়ীর উপর কর্তব্য হলো তারা দাওয়াতী কাজে এ সব বিরোধিতার উপর ধৈর্যধারণ করবে, এমনকি তারা যদি এ কথাও বলে যে, এটা ভ্রান্ত ও বাতিল দাওয়াত, তথাপিও সে ধৈর্যধারণ করবে; কারণ সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক সত্য দাওয়াত। অতঃএব, সে এতে ধৈর্য ধরবে ।

হিকমত বা প্রজ্ঞা- হিকমতের সাথে দাওয়াত দিবে। প্রজ্ঞাহীনকে হিকমতের সাথে আহ্বান করতে হবে। আল্লাহর পথে দাওয়াত শুরু করতে হবে হিকমতের সাথে, অতঃপর সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে, তারপরে জালিম ব্যতীত অন্যান্যদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করে।

উত্তম চরিত্র- দায়ীকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে হবে।দায়ীর চরিত্রে ইলমের প্রভাব তার ঈমান, ইবাদাত, স্বভাব ও সব ধরনের আচরণে পরিলক্ষিত হতে হবে। সে যেন আল্লাহর পথে সত্যিকার দা'য়ীর নমুনা হয়। আর যদি দা'য়ী তার আমলের বিপরীত হয় তবে শীঘ্রই তার দাওয়াত ব্যর্থ হবে, যদিও সাময়িক কিছু দিনের জন্য সফল হতে

পারে। অতঃএব, ইবাদাত, লেনদেন, স্বভাব চরিত্র ও চলাফেরা ইত্যাদি যেসব দিকে দায়ী দাওয়াত দিবে সে সব ব্যাপারে তাকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে হবে যাতে সে গ্রহণযোগ্য দায়ী হয় এবং সে যেন প্রথম জাহান্নামী না হয়।

জড়তা ও প্রতিবন্ধকতা পরিহার- যেসব জড়তা ও প্রতিবন্ধকতা দাওয়াতের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। কেননা অনেক দা'য়ী আছে যারা মানুষের মাঝে অসৎ কাজ দেখলে তাদের মধ্যে একধরনের অহমিকা ও অপছন্দ সৃষ্টি হয়, ফলে তারা তার কাছে যায় না এবং তাকে ভাল উপদেশও দেয় না। অথচ এরূপ করা কখনো হিকমতপূর্ণ নয়। বরং হিকমত হলো তার কাছে গিয়ে তাকে দাওয়াত দেয়া ও তাকে এ কাজের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা।

বিরোধীদের প্রতি উদারতা- যখন জানা যাবে যে, তার বিরোধীদের উদ্দেশ্য ভালো এবং সে যদি দলিল প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই বিরোধীতা করে তবে এসব ক্ষেত্রে নমনীয় হতে হবে। এ সব বিতর্ক যেন ঝগড়া ফাসাদের পর্যায়ে না পৌঁছে সে খেয়াল রাখতে হবে। তবে হ্যাঁ, ব্যক্তি যদি সত্যে স্পষ্ট হওয়ার পরেও বাতিলের উপর দৃঢ় থেকে শুধুই বিরোধিতা ও অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বিতর্ক করে তবে তার আচরণ অনুযায়ী তাঁর সাথে সে ধরনের আচরণ করতে হবে, যাতে মানুষ তার থেকে সতর্ক হতে পারে। কেননা তার শত্রুতা প্রকাশ পক্ষান্তরে সত্যকেই প্রকাশ।

দায়ীর যা জানা প্রয়োজন

দাওয়াতের ক্ষেত্রে দায়ীদের তিনটি বিষয়ে জানা থাকা জরুরী।

প্রথমত: যে দিকে দাওয়াত দিবে সে ব্যাপারে দূরদর্শী হওয়া। যেমন: যে দিকে দাওয়াত দিবে সে ব্যাপারে শর'য়ী জ্ঞান থাকে। কেননা সে হয়ত কোন কাজ ফরয ভেবে সেদিকে আহ্বান করবে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তা ফরয নয়। ফলে সে আল্লাহর বান্দাহর উপর অনাবশ্যকীয় জিনিসকে অত্যাবশ্যকীয় করে দিবে। আবার কখনও সে হারাম ভেবে তা

থেকে বিরত থাকতে আহ্বান করবে, অথচ তা আল্লাহর দ্বীনে হারাম নয়, ফলে সে আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে হারাম করল।

দ্বিতীয়ত: দাওয়াতের অবস্থা সম্পর্কে দূরদর্শী হওয়া। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মু'য়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেছিলেন,

»إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ«

"তুমি আহলে কিতাবের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ।" [1] তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে বলেছেন এবং এ জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। অতঃএব দা'য়ী যাদেরকে দাওয়াত দিবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানবে। তাদের ইলমী অবস্থা কি সে সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত হবে। তাদের তর্ক বিতর্ক করার দক্ষতা কি তাও জানবে যাতে প্রস্তুতি নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা ও বিতর্ক করা যায়। কেননা তুমি যখন এ ধরনের বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন তোমাকে সত্যের বিজয়ের জন্য শক্তিশালী হতে হবে। কেননা সত্য বিজয় তখন তোমার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। তুমি কখনও এটা ভেবো না যে বাতিল শক্তি তোমার প্রতি সদয় হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ«

"উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মামলা মুকাদ্দমা নিয়ে আমার কাছে আস এবং তোমাদের একজন অপরজন অপেক্ষা অধিক বাকপটূ হয়ে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। আমি কথা শুনে তার অনুকুলে রায় প্রদান করি"। [2]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বাদী বাতিল হলেও কখনও কখনও অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটূ হয়ে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, ফলে বিচারক তার কথা শুনে তার অনুকূলে ফয়সালা দিয়ে থাকে। তাই যাদেরকে দাওয়াত দিবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

তৃতীয়ত: দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে দূরদর্শী হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَحۡسَنُۚ هِيَ بِٱلَّتِي وَجَٰدِلۡهُم ٱلۡحَسَنَةِۖ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ بِٱلۡحِكۡمَةِ رَبِّكَ سَبِيلِ إِلَىٰ ٱدۡعُ

"তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর"। [সূরা: আন-নাহাল: ১২৫]

কিছু মানুষ খারাপ কাজ দেখেই তা বন্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু ভবিষ্যতে তার ও তার মত অন্যান্য হকের প্রতি দা'য়ীদের উপর কি ফলাফল বর্তাবে তা নিয়ে চিন্তা করে না। এজন্যই দা'য়ীদের উচিত কোন আন্দোলনে নামার আগে তার ফলাফল কি হবে তা খেয়াল করা ও সে বিষয়ে অনুমান করা।

শেষকথা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে মুসলিম বানিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমরা কি শুধু নিজেরা জান্নাতে গেলে হবে? মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমাদের আশেপাশে যারা আছেন তাদের সবাইকে নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করা। আর তা একমাত্র সম্ভব দাওয়াতের মাধ্যমে।নবী রাসুলদের অবর্তমানে দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত জীবনের সবক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যাওয়া আমৃত্যু দাওয়াতের মাধ্যমে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111372266/